কে হায় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(১৩)

আবার ছুটে চলা । পায়ের নীচে সর্ষে দানা বেঁধেছি সেই কবে । তারপর থেকেই ছুটে চলেছি অবিরাম , অবিরত । একেই কী বলে প্রগতি ? প্রগতি কিনা জানি না , তবে সব সময়েই যে এক দুর্বার গতির ভেতর আছি সেটা তো ঠিকানা দেখলেই যে কেউ বুঝে নিতে পারে । কত দিন স্থির হয়ে স্থিতু হয়ে বসে থাকতে পেরেছি ? কত দিন একান্ত নিভৃতে হৃদয় খুঁড়ে -ফুঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করে দেখতে পেরেছি নিজেকে ? যখনই ভেবেছি থাকি না আর কিছু কাল নীরবে নিভৃতে নিজ গৃহকোনে। এক চিলতে এক ফালি সংসারের ভেতর মাথা গুজে। বিধির বিধানে তখনই পেয়েছি ডাক । রবীন্দ্রনাথের ডাক হরকরার সেই অমলের মতো। জানালার শার্সিতে দই ওয়ালার সেই ডাক ,'' দই নেবো গো দই '' । বাইরে বেরোনের সেই অমোঘ ডাকে আবার বেড়িয়ে পরেছি বাইরেই।

এবার হিম শীতল উত্তর থেকে জনবহুল দক্ষিনে । নির্জন পাহাড়, জংগল আর জলের বুকের ভেতর থেকে আবার জন বসতির সান্নিধ্যে । এ যেনো - ফিরিয়ে নাও এ অরন্য-দাও হে নগর । যতই যাবার সময় হয়ে আসছে -বুকের ভেতর এক চিন চিনে ব্যথা প্রবল হয়ে বেজে চলেছে । তিন তিনটে বছরের এই ভাল লাগা কেমন একাকার হয়ে বুকের অতলে বসে গেছে । ঘর থেকে বেরোলেই সামনে পাহাড় । মাঝে মাঝে রোদ-বৃষ্টির কোন নিজর্ন অপরাহ্নে কেমন রংধনু লেপ্টে থাকে পাহাড়ের গায়ে । তার নীচেই ছবির মতোন বসানো সারি সারি বাড়ি ঘর । এক চিলতে লেক । যেনো পাড় বাধাঁনো কোন কাঁসার থালা । মুঠো ডুবানো স্বছ জলে স্পষ্ট দেখা যায় জলের তলা । কত দিন মিছেমিছি ছিপ হাতে বসে থেকেছি মাছ ধরার অজুহাতে । গাড়িতে অবিরাম বেজে চলা রবীন্দ্র সংগীতের সেই মধুর বানী আর সুর লহরী । আমার রবীন্দ্রনাথ উত্তর গোলার্ধের এই সুদূরে আমাকে সঙ্গ দেবে ভেবেই বিস্মিত হয়েছি ।

বাড়ি থেকে একটু এগুলেই লেক সুপিরিয়রের নীল জলরাশি । সকাল দুপুর বিকেলে কেমন বদলে যাওয়া জলের রং । কখনো কখনো গাড়ির ভিতরে বেজে চলা রবীন্দ্রসংগীতের আবহে টুপ করে জলের গহিনে সূর্য ডোবার মুহুর্ত । আবার কোন ''চাঁদের হাসির বান ডাকা''জ্যোৎস্না রাতে জলের ভেতর আলোর খেলা । দুষনহীন পরিস্কার আকাশে খই খই তারার মেলা । কত দিন, কত রাত কেটে গেছে একা । এক প্রবল আকর্ষনে লেক সুপিরিয়র আমাকে ডেকেছে । আর সেই ঘর-ভাংগা আকর্ষনে আমিও সেই আপন ভোলা নাবিকের মতো ছুটে গেছি ''পেবোল বীচের '' রং- বে - রংয়ের পাথরের কাছে । বুদ হয়ে থেকেছি এক নেশায় । কিসের নেশায় ? প্রবল ঢেউয়ের দাপটে আছড়ে পড়া জল রাশির মতো ভাল লাগার উথাল-পাথাল ঢেউ আমাকে পাগল করে টেনে নিয়ে গেছে । একটু ক্ষণের জন্য হলেও ভুলে গেছি পার্থিব সুখ-দুঃখের যন্ত্রণা । তখন আমি যেনো এক অন্য মানুষ। এসেছি অন্য কোথাও অন্য কোন খানে ।

শুধুই কি প্রকৃতি । এক চিলতে শহর পেরিয়ে একটু পূবে গেলেই ইন্ডিয়ানদের বসতি । কানাডায় তাদের পোশাকী নাম ,‘‘ ফা ষ্ট নেশন ’’ । তাহলে কি আর সবাই দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক ? না তা নয় । সভ্যতা নামক এক ভয়ঙ্কর গ্রাসে ইন্ডিয়ানারাই আজ নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে গেছে । শেঁকড় থেকে, বসত ভূমি থেকে দূরে ঠেলে দিতে দিতে সেই প্রকৃতির সন্তানেরাই আজ হয়ে পড়েছে আধুনিক সভ্যতার ক্রীতদাস । হারিয়ে যেতে বসেছে তাদের কৃষ্টি- সংস্কৃতি- সভ্যতা- যেটা কিনা প্রকৃতি থেকেই শুষে নেয়া । আধুনিক মানুষেরা যতই কাছাকাছি গেছে এই সরল মানুষগুলোর , ছলে বলে কৌশলে , আইন আদালতের নানা ফন্দি-ফিকিরে গ্রাস করে নিয়েছে এই সব ভূমিপুত্রদের জমি -বাড়ি, শিকার করে বেঁচে থাকার জমিন , এমন কি জীবন জীবিকার সেই বন্য শিকারগুলোও । তাই আজ আর কোন আশ্বাসেও আশ্বস্থ হয় না একদা ঠকে শেখা এই মানুষগুলো । আদিবাসী মানুষগুলোর প্রবল চাপে তাই কানাডায় এই ভূমি পুত্রদের জন্য তৈরী হয়েছে আলাদা আইন, আলাদা মন্ত্রনালয় । কি পরম বিস্ময়ে দেখেছি, কোথায় যেনো মিলেজুলে যায় আমাদের খেঁটে খাওয়া গ্রামের মানুষগুলোর সাথে এদের । ভেবেছি এই মিলগুলো কোথায় ? আধুনিক সভ্যতা থেকে নির্বাসনে? না পাওয়ার বঞ্চনায়? প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে করে বেঁচে থাকায়? সেই পুরানো কথা, পলেতারিয়েটদের কমিউন সব খানে একই রকম। বেদনার রং, বঞ্চনার রং সর্বত্রই নীল ।

আমার নির্জন বসবাসের আজ ঠিক এক হাজার দিন । আর এই হাজারো দিনের পূর্তিতে সেই বেদনার গাঢ় নীল ক্রমশঃ পুঞ্জিভূত হয়ে আসছে সবখানে । পরবাসের ভেতরও যাপিত এই প্রবাসী জীবনের সমাপ্তি কাল যতই কাছে এগিয়ে আসছে, আমার রবীন্দ্রনাথ আমাকে কাঁদিয়েও গেয়ে চলেছেন,
‘‘ আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ ’’ ।

(চলবে)

।। জানুয়ারী ১৮ ,২০০৮। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ।।

sarkerbk@yahoo.com